॥ ৩ ॥

বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে।।
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি।।
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁন্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা।।

শব্দার্থ ও টীকা : তোমার গরবে—তোমার অর্থাৎ কৃষ্ণের গর্বে। **গরবিণী আমি**—আমি গর্বিতা, আমি অর্থাৎ শ্রীরাধিকা। **রূপসী...রূপে**—তোমার রূপেই আমি রূপবতী, কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত রূপবান, তাঁর রূপের আলোতেই শ্রীমতী রাধা আলোকিত। **হেন**—এরূপ, এমন। **সদা লইয়া রাখি বুকে**—সব সময়ের জন্য বুকের উপর রাখি। **আছয়ে**—আছে। **অন্যের আছয়ে**—অন্যদের আছে। **অনেক জনা**—অনেক জন, অনেক প্রিয়জন। **শত শত.... মানি**—রাধা নিজের প্রাণের চেয়েও কৃষ্ণকে শত শত গুণ প্রিয় বলে মনে করেন। **নয়নের অঞ্জন**—চোখের কাজল। **অঙ্গের ভূষণ**—শরীরের অলংকার। **কালিয়া চাঁন্দা**—কালাচাঁদ, কৃষ্ণ। **পিরীতি**—প্রেম। **অন্তরে অন্তরে**—মনের গহন লোকে।

Scanned by CamScanner

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী...

পদকর্তা জ্ঞানদাসের একটি সার্থক নিবেদনের পদ। এখানেও রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। শ্রীরাধা বলছেন, হে কৃষ্ণ ! আমি তোমার গর্বেই গর্বিতা, তোমার রূপেই আমি রূপসি, অর্থাৎ, তোমাকে ভালোবেসে আমি মহিমান্বিতা, তোমার জন্যই আমার যা-কিছু রূপ-সৌন্দর্য-গর্ব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। সদা মনে হয়, তোমার চরণপদ্ম দুটি যেন সর্বদাই নিজের বুকে ধরে রাখি। অন্য নারীর আপনজন অনেক আছে; কিন্তু আমার একমাত্র তুমি-ই আছ। তোমাকে আমি আমার প্রাণাপেক্ষা শত শতগুণ প্রিয়তম বলে মনে করি। হে কালাচাঁদ! তুমি আমার চোখের কাজল, অঙ্গের ভূষণ। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলেছেন, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম-বন্ধন, যেন অন্তরের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা!

Scanned by CamScanner

আলোচনা : শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলছেন, বন্ধু, তোমার গরবেই আমি গর্বিতা, তোমার রূপেই আমি রূপবতী। আমি মনে মনে ভাবি তোমার চরণ যুগল সব সময় বুকে নিয়ে রাখি। অন্যদের অনেক জন আছে, কিন্তু আমার একমাত্র তুমি-ই আছো। সেইজন্য তোমাকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও শত শত গুণ প্রিয় বলে মনে করি। তুমি আমার চোখের কাজল, দেহের অলংকার, তুমিই আমার সেই কৃষ্ণচন্দ্র। পদকর্তা জ্ঞানদাস বলেন, তোমার পরস্পরের মন চিরকালের জন্য প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ে গেছে।

কৃষ্ণ গরবে গরবিণী রাধার কাছে কৃষ্ণই যে সব পদটিতে সে কথাই স্পষ্ট। জ্ঞানদাসের লেখা নিবেদনের এই পদটিতে শ্রীমতী রাধার অনুরাগই গভীরভাবে প্রকাশিত। তাঁর যদি কোথাও কোন গর্ব থেকে থাকে—তবে তা কৃষ্ণেরই। কৃষ্ণের রূপেই তাঁর রূপ। কৃষ্ণ-গর্বেই তিনি গরবিণী। কৃষ্ণময়ী রাধা সব সময় কৃষ্ণের চরণ-যুগল তাঁর বুকের উপর ধরে রাখতে চান। পদটিতে শ্রীমতী রাধার নীরব নম্র আত্মনিবেদনের সুরটি স্পষ্ট। প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন আত্মসমর্পণ। যে আত্মসমর্পণে প্রেমিকার চরম তৃপ্তি ও পরম প্রাপ্তি। তাঁর নিজের বলে কিছু নেই। অহংবোধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। এই আত্মবিলোপের সাধনায় রাধা এখন তদ্গত চিত্র। তাঁর নিজের রূপ বলেও তো কিছু নেই, কৃষ্ণ-রূপের আলোতেই তিনি রূপবতী। কৃষ্ণৈক প্রাণা রাধিকার কৃষ্ণই এখন ধ্যান-জ্ঞান।

কৃষ্ণ ছাড়া যে শ্রীমতী রাধার আর কেউ নেই, সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—'অন্যের আছয়ে অনেক জনা, আমার কেবল তুমি।' অর্থাৎ অন্য নারীদের, অন্য গোপাঙ্গনাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন অনেকেই আছেন। কিন্তু তাঁর তো কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নেই। নিজের ঘর-সংসার ফেলে তিনি আজ কৃষ্ণ পথের পথিক। নিজের প্রাণের চেয়েও যাঁকে বেশি ভালোবাসেন, নিজের জীবনের চেয়েও যাকে প্রিয়তম বলে মানেন—সেই কৃষ্ণই তো এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

তাই কৃষ্ণকে সম্বোধন করে শ্রীমতী রাধা বলেছেন, তুমিই আমার চোখের কাজল, অঙ্গের ভূষণ—তুমিই আমার সেই কৃষ্ণচন্দ্র। জ্ঞানদাসের মতে রাধার প্রেম কৃষ্ণের অন্তরে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ে গেছে। পদটিতে আত্মনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেমে মহীয়সী এক নারীর গর্বটুকুও লক্ষণীয়।

Scanned by CamScanner